দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

পরিচর্যা করিলে ফল পাওয়া যাইবে

সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা পিছাইয়া রহিয়াছে অনেকটাই। ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, ইহার নেপথ্যে প্রধানত তিন কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, অবকাঠামো সুবিধা না থাকা; দ্বিতীয়ত, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব; তৃতীয়ত, সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝিতে না পারা। কী পাসের হার, কী মান—দেখা যাইতেছে সব দিক দিয়াই পিছাইয়া পড়িতেছে গ্রামের শিক্ষার্থীরা। পরিসংখ্যানও এই নেতিবাচক চিত্রটির সহিত সাযুজ্যপূর্ণ। দেখা গিয়াছে, এইবার এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ৩৫টি কলেজ থেকে কেহই পাস করে নাই, আর শতভাগ অকৃতকার্য হওয়া কলেজসমূহ প্রধানত গ্রামেই অবস্থিত। অন্যদিকে, এসএসসি পরীক্ষায় যে ৫৩টি স্কুলের সবাই অকৃতকার্য হইয়াছে, সেই স্কুলসমূহও গ্রামের।

অথচ কয়েক দশক পূর্বেই গ্রাম-শহরের এই চিত্র এতোটা বৈপরীত্যপূর্ণ ছিল না। বলা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে একসময় গ্রামের স্কুল-মাদ্রাসা কিংবা মফস্বল ও মহকুমা শহরগুলির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরই সমাবেশ ছিল। ব্রিটিশ আমলে তো বটেই পাকিস্তান আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তাহার প্রধান কারণ হইল—মফস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও তখন মেধাবী, দক্ষ শিক্ষকরা পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। এখন দেখা যায়, শহরের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সংখ্যার তুলনায় মফস্বলের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে অর্ধেক শিক্ষকও নাই। মফস্বল এলাকায় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে ভালো শিক্ষকের ব্যাপক সংকট রহিয়াছে। অভিভাবকদের আর্থিক সমস্যা, উপরন্তু, মেয়ে শিক্ষার্থীর বেলায় নানা সামাজিক সমস্যাও প্রকট। গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ভালো শিক্ষকের অভাবের সহিত রহিয়াছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। অন্যদিকে সচ্ছলতার অভাবে সবার পক্ষে বাড়িতে প্রাইভেট শিক্ষক রাখিয়া পড়ালেখায় বাড়তি সহযোগিতা পাওয়াও সম্ভবপর হয় না। অনেক এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের দূরদূরান্তের পথ পাড়ি দিয়া নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে হয়। আয় স্বল্পতা এবং সচেতনতার অভাবে পুষ্টিহীনতা গ্রামে বেশি, মেধার জন্য সুষম খাবার অপরিহার্য। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের নানাবিধ পারিবারিক কাজেও শ্রম ও সময় দিতে হয়।

এইসব সমস্যার যেই প্রধান তিনটি কারণ শনাক্ত করা হইয়াছে সেই বিষয়ে স্কুল পরিচালনা কমিটি সক্রিয় ও উদ্যোগী না হইলে শিক্ষার মান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা লইয়া সংকট কাটিবে না। একসময় মফস্বলের স্কুলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দেখা মিলিত। স্কুলগুলিতে নিয়মিত ক্রীড়ানুষ্ঠান, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, বিতর্ক এই সবের আয়োজন থাকিত। অনেক গ্রামে ছিল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। কিন্তু এখন অবস্থাটি আগের মত আর নাই।

ভালো শিক্ষা, বিশেষায়িত শিক্ষার সুযোগ গ্রাম-মফস্বলের তরুণরা পাইবে না—ইহা তাহারা যেন নিয়তি নির্ধারিত বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। ফলে, গ্রাম হইতে প্রতিনিয়তই অভিবাসন বাড়িতেছে শহরে। এই বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়িবে। মানুষ আরো বেশি নগরকেন্দ্রিক হইবে, চাপ পড়িবে নগরের উপর। প্রতিটি শিক্ষার্থীরই রহিয়াছে অপার সম্ভাবনা। সেই সুপ্ত সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটিতেছে গ্রামে। 'এই মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা'—সেই সোনা ফলাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে শহর হইতে গ্রামে—সবখানে।